সহজ বাউল

সোহারাব হোসেন

পুনশ্চ

আলোচনা-ক্রম

বাউলের দেহতত্ত্ব—দেহসাধন ১৩

মূল দর্শন, মূলবস্তু, আত্মতত্ত্ব-পরতত্ত্ব, চন্দ্রসাধনা, চারচন্দ্র সাধনা, সাড়ে-চব্বিশ চন্দ্রসাধনা, বিন্দু সাধনা, দমের সাধনা, লতা সাধনা, দর্পণ সাধনা, তিন তারের সাধনা, ষঠচক্রের সাধনা

বাউল ও তার মানুষতত্ত্ব ৮৬

বাউল ও তার খোদই-খোদাতত্ত্ব ১০৩

বাউল-ফকিরের মনের-মানুষতত্ত্ব ১১৩

প্রেম-কামের মল্লযুদ্ধ ও বাউলের প্রেম-সাধনা ১৩১

বাউলের ভেদ-বৈষম্যহীন সমাজতত্ত্ব ১৪৩

বাউলগানের কাব্যমূল্য ১৫৮

মুখ-কথা

বাউল-সম্প্রদায় ও বাউল-ধর্ম—এই ধ্বনির উচ্চারণ বর্তমনে আমাদের সমাজে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া জাগায়। প্রথমত, একদল ভেবে থাকেন বাউল মানে গেরুয়া-বাস-ধারী, তালিতাপ্পা মারা চোগা-চাপকান পরিহিত, বাবরি-চুল-য়লা, গৃহবিবাগী সংসার-উদাসীন, একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়ানো কিছু মানুষ। দ্বিতীয়ত, এক-শ্রেণির মানুষের কাছে বাউল ঘৃণিত। এরা মনে করেন, বাউল মানেই মদ-ভাং-গাঁজা-তামাক-সেবী, যৌনতার কদাচারে লিপ্ত, গান-বাজনায় মত্ত আখড়া-বাসী একদল মানুষ। তৃতীয়ত, কিছু মানুষের কাছে বাউল দুষ্প্রাপ্য বিরল গোত্রভুক্ত। এদের কাছে বাউল দুর্জ্ঞেয়-রহস্যময়-গবেষণার বিষয় এবং বাউল-সঙ্গ এদের কাছে স্ট্যাটাস-সিম্বলের নামান্তর। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিক্রিয়াকারীরা বাউলকে নিতান্ত বাহ্যিক আচরণে ভাবেন-জানেন-চেনেন-বোঝেন মাত্র। তৃতীয় পর্যায়ের প্রতিক্রিয়াকারীরা দৈনন্দিন গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র এক ধরনের আনন্দপ্রাপ্তির আধার হিসেবে বাউলকে বিবেচনা করেন।—আমরা মনে করি বাউল-সম্পর্কিত এই তিন-ধারার প্রতিক্রিয়া ও মানসিকতা বিভ্রান্তকারী। এসব ধারণা বাউল সম্পর্কে যথার্থ নয়—বিভ্রমসৃষ্টিকারী। আমাদের বিশ্বাস—বাউল-জীবন-যাপন ও তার তত্ত্বদর্শন একটি পাল্টা সভ্যতার নাম। শস্ত্রোক্ত ধর্ম-দর্শনের বিপ্রতীপ একটি সভ্যতা এটি। আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, কামজয়ী-প্রবৃত্তিজয়ী এক-জাতীয় সৎ-স্বচ্ছ-শুভ্র-পবিত্র-আনন্দময় জীবনযাপনই বাউলের অন্বিষ্ট। নির্ভার-নিরাসক্ত-সহজ-মহানন্দময়-মহাসুখময়-মহাতৃপ্তিময় সত্তার অনুভবেই তার মনের-মানুষ-প্রাপ্তি। কামনা-বাসনাদি প্রবৃত্তি ত্যাগ নয় এ-গুলি উপভোগের মধ্য দিয়ে যৌনতাজয়ী-প্রবৃত্তিজয়ী নির্ভার মানুষ হওয়াই বাউলের সত্য-উদ্দেশ্য। তেমন মানুষ হওয়ার জন্য বাউল গাঢ়-গূঢ়-রহস্যঘন দেহ-সাধনা করে। বাউল-যাপনে ও বাউল-গানে কীভাবে এই মানুষ হবার পাঠ প্রতিফলিত আছে তার হদিশ দেবার প্রয়াস আছে 'সহজ বাউল' গ্রন্থে।

বাউল-জীবন ও তত্ত্বদর্শন সম্পর্কিত এই আলোচনা গভীর-শ্রমসাধ্য গবেষণার ফল নয়। এটি বরং একটা পাল্টা সভ্যতা সম্পর্কে আমার আজন্ম ভালোবাসার সহজ-প্রতিক্রিয়া। বাউল-জীবন বাউল-বোধ বাউল-যাপন বাউল-তত্ত্ব বাউল-দর্শনের প্রতি আমার আকর্ষণ শৈশব থেকেই। জন্মস্থান সাংবাড়িয়া গ্রামে, বলতে গেলে আমাদের বাড়ির পাশেই, একদা বাস করতেন প্রখ্যাত বাউল-ফকির পির মহম্মদ আলি ফকির। তাঁর পুত্র নূরমহম্মদ ফকির ছিলেন আমাদের ঠাকুরদা-স্থানীয়। তিনি দত্তক নিয়ে লালন-পালন করেছিলেন

আমার দুই জ্যাঠতুতো দাদা-দিদিকে। তার বাড়িতেই মহম্মদ আলি ফকিরের উরুশ উপলক্ষে প্রতি বছর বৈশাখ মাসে তখন বসত বিরাট ফকির-সম্মেলন। সাধনে-ভজনে-জেকেরে-গানে দু-টি দিন মাতোয়ারা হয়ে উঠত আমাদের গ্রাম। মেতে উঠতাম আমরাও। জ্যাঠতুতো দাদা-দিদির সূত্রে একটা পারিবারিক বন্ধন ও নৈকট্য গোড়া থেকেই এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ছিল। ফলে উৎসবের দিন-দুটিতে সর্বক্ষণ মহম্মদ-ফকিরের হোজরা-তলায় পড়ে থাকতাম। মর্মার্থ বুঝি আর না-ই বুঝি তখন বাউল-ফকিরি গানের আবেশে এক-প্রকারে মজেই থাকতাম। শৈশব-কৈশোরের সেই আবেশ তারুণ্যে-যৌবনে গাঢ়-ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়। পরে-পরে সে-বাউলবোধ আমার জীবন-বিশ্বাস আর জীবন-দর্শনের নির্ণায়ক মাত্রা হয়ে দাঁড়ায়। বাউলের সৎ-স্বচ্ছ-শুভ্র-সুন্দর-সু-সুকুমার-নির্ভার-পবিত্র প্রবৃত্তিজয়ী পুণ্যতোয়া জীবনধারাকে আমার জীবনের দৈনন্দিনতার সঙ্গে অন্বিত করে ফেলি তখনই। ফেলে একটা নির্ভার-নিরাসক্ত-আনন্দময় জীবনযাপনের পথে হাঁটতে শুরু করি। আজও সে-প্রক্রিয়া সমানে বহমান—আজও জীবনযাপনের ঐ বিশ্বাসে আমি অটুট। এই বিশ্বাসের শিকড় এতোটাই আমূল প্রোথিত যে, আমার প্রথম উপন্যাস মহারণের কেন্দ্রীয় থিমটিকে বাউলতত্ত্ব ও সত্য ছাড়া অন্য কিছু করতে পারি নি। ফের তাতেও আশ না-মেটায়, মহারণ রচনা শুরুর কুড়ি-একুশ বছর পর, এবছর লিখে ফেলেছি বাউলতত্ত্ব ও বাউল-ব্যাকরণের সামগ্রিক রূপ-মহারূপ সর্বস্ব উপন্যাস 'আরশি মানুষ'। অনেকগুলো ছোটগল্পের বিষয়েও ঢুকে পড়েছে বাউল-দর্শন।—এতো কথা বলা এ-সত্যকে বোঝানোর জন্য যে—শৈশবকাল থেকে এই পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত বাউলবোধ আমার মর্মে একতারার সুরে-লয়ে বেজে আসছে। 'সহজ বাউল' এই বোধ-তাল-সুর-লয়ের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ।

বাউল-তত্ত্ব বাউল-জীবন বাউল-দর্শন আমার কাছে কীভাবে সত্য হয়েছে, কেমন প্রতিক্রিয়া রচনা করেছে আমার মননে, সেই সত্যকে বাউলগানের সমর্থন-সহযোগে এখানে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি সহজ-আনন্দের কারবারিদের গাঢ়-গূঢ়-রহস্যময় দেহসাধন পদ্ধতিকে সহজ-সরল সমীকরণে ফুটিয়ে তুলতে। এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে বাউল-ধর্ম একক-মৌলিক ও নতুন কোনও মতপথ নয়। বাউল একটি মিশ্র-পন্থা। দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত দেহ-সাধনা-কেন্দ্রিক অনেক মতপথের স্রোত এসে বাউল নামের বড়ো গাঙে এক-প্রবাহে চলছে। লোক-বাংলায় প্রচলিত ও অনুশীলিত ভাবের মাতনে পাগল-হওয়া মানুষজন, বায়ু তথা শ্বাসের সাধনে অভ্যস্ত মানবগোষ্ঠী, সুফিবাদে বিশ্বাসী আউলিয়া সম্প্রদায়, খোদা-প্রেমে মাতোয়ারা বাতাল-সাধক সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সহজিয়া বজ্রকুল গোষ্ঠী, বৈষ্ণব-সহজিয়া-কর্তাভজা-কিশোরীভজন গোষ্ঠী, নাথ-যোগী-সম্প্রদায়, মুসলমান ফকির কিংবা হিন্দু তান্ত্রিক সমাজের আচার-ক্রিয়া-মতাদর্শ-বিশ্বাসের সমন্বয়ে-মন্থনে-রসায়নে সৃজিত পাল্টা জীবনযাপনের খাতে একদা বাংলায় বাউল-মতপথের উদ্ভব হয়েছিল। এ-কারণে তত্ত্ব-দর্শন-উদ্দেশ্য এক হলেও বাউল-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচিত্র ধরনের দীক্ষাপদ্ধতি-সাধনপদ্ধতি আর

আচার-ক্রিয়া প্রচলিত। বাউল-যাপন গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। যে-গুরু যে-লোক-প্রচলিত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় থেকে এসে বাউল-মতপথের কাণ্ডারী হয়েছেন তিনি তাঁর শিষ্যদের দীক্ষা ও সাধনে পূর্ব-আচরিত সেই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর আচার-ক্রিয়াতে অভ্যস্ত করিয়েছিলেন বা আজও করাচ্ছেন। ফলে গুরু-পরম্পরায় বাউল-মতে নানান ধারা-উপধারা প্রচলিত। সমস্ত ধারা-উপধারা মিলে বাউল আজ একটি পন্থা—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যময় পন্থা। এ-পন্ধার মূল কথা যে কামজয়ী-প্রবত্তিজয়ী নির্ভার-নিরাসক্ত-মহাসুখ-মহাতৃপ্তি-মহানন্দময় জীবনের অধিকারী হওয়া—বাউলজীবনের সেই অন্বিষ্ট মহাসত্যকে যথা-সম্ভব সহজ-সরল ভাবে-রূপে বর্তমান আলোচনায় মূর্ত করতে চেয়েছি।

বন্ধু-পরিজন-ছাত্রসমাজ কিংবা পরিচিত শিক্ষক-অধ্যাপক-অনুসন্ধিৎসু-গবেষক-মহলে বাউল নিয়ে বরাবরই প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহল লক্ষ করেছি। বিভিন্ন স্থানে বাউল-সংক্রান্ত কিছু ক্লাস ও সেমিনার করার পর প্রাসঙ্গিক মহলকে বাউল-তত্ত্বসত্য ও বাউল গান সম্পর্কিত খুব স্পষ্ট আলোচনা-সমন্বিত বই খুঁজতে দেখেছি। কথা বলে বুঝেছি তাদের চাহিদা মূলত বাউল-সম্পর্কিত একটি হ্যান্ডবুকের। কৌতূহলী সমাজের এই অন্বেষণের প্রতিক্রিয়ায়, বাউল কী-কেন-কীরূপ তার একটা হ্যান্ডবুক হিসেবে, 'সহজ বাউল' গ্রন্থটিকে প্রস্তুত করতে চেয়েছি। জানি না গাঢ়-গূঢ়-রহস্যময়-সহজানন্দময় দেহবিহারী মনের-মানুষের অন্বেষক বাউল-জীবনকে সহজ করে ধরতে পেরেছি কিনা।

অতঃপর কিছু জরুরি কথা। বাউল-বিষয়ে আগ্রহ আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গী হলেও নিতান্ত আকস্মিক ভাবে ও খ্যাপামির ঝোঁকে 'সহজ বাউল' লিখতে শুরু করি। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসের শেষ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় দশ-বারো দিন পি-জি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলুম। হাতে ছিল অনন্ত অবকাশ। সেই অবকাশকে কার্যকরী করে তুলতেই, হাসপাতালে বসে, এ-গ্রন্থের আলোচনাগুলি লিখতে শুরু করি। সেই দিনগুলিতে প্রিয় ছাত্র করিম সরদারের পরিষেবা ও চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গ এ-লেখায় বেশ সাহায্য করেছিল। ঐ শুরু। পরবর্তী দু-তিন মাসের মধ্যেই 'সহজ বাউলে'র সবকটা অধ্যায় লিখে ফেলি। এবং 'কলেজস্ট্রীট' 'চতুষ্কোণ', 'দেশের আয়না' ও বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজের বাংলা বিভাগের মুখপত্রে সেগুলি ছাপা হয়। এখন গ্রন্থবদ্ধ হলো। প্রুফ সংশোধনের মতো বিরক্তিকর ও দুরূহ কাজের ভার প্রিয় ছাত্র রাজীব মণ্ডল স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে—ওর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। গ্রন্থটির সুন্দর-শোভন সংস্করণ প্রকাশের জন্য পুনশ্চ প্রকাশনীর কর্ণধার সন্দীপ নায়ককে জানাই কৃতজ্ঞতা। এবার বাউল-আগ্রহী সমস্ত মানুষের ভালোলাগার অপেক্ষায়...।

সোহারাব হোসেন
বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা।
ছাব্বিশ/পাঁচ/দু-হাজার ষোল।

এক : বাউলের দেহতত্ত্ব—দেহসাধন

বাউল-ফকিরি মতপথ-মতাদর্শ কেবল একটি বিশেষ ধর্মতত্ত্বমাত্র নয়—আমাদের বিশ্বাস বাউল-আউলের বিশ্বাস-দর্শন আর মতপথ সদর্থে একটি স্বতন্ত্র জীবনচর্যা ও সভ্যতা। হ্যাঁ বাউল-ফকিরি জীবন-যাপন বিশেষ ও নির্বিশেষ অর্থে বিকল্প একটি সভ্যতার নাম। লিখিত-শাস্ত্রীয় ধর্মমতকেন্দ্রিক ও ধর্মাচরণ-শাসিত মানুষের বেঁচে থাকার প্রবাহটি যদি সভ্যতার অনুকূল স্রোত হয় তবে সমাজের নীচের তলার দারিদ্র্য লাঞ্ছিত মানুষের মেনে চলা এই গুরু-বাক্য ও নির্দেশাদি পরম্পরায় বয়ে চলা বাউল-ফকিরি মতপথটি সভ্যতার বিপ্রতীপ স্রোত। বাউল-ফকিরি পন্থা সম্পর্কে যাদের সামান্য একটু জ্ঞান আছে তারা জানেন যে বাউল জীবন ও জগৎকে দু-পরতে ভাগ করে অনুভব ও পর্যবেক্ষণ করে। এক—প্রকাশ্য-পরত এবং দুই—অপ্রকাশ্য বা গোপন-পরত। বাউল-ফকিরি পরিভাষায় এ দুই পরতকে যথাক্রমে জাহিরি ও বাতিনি বলে। যথার্থ বাউল বিশ্বাস করে জগৎ-সত্য ও জীবন-সত্য সব সময়ই বাতিনি বা গুপ্ত থাকে। বাউল নিজ যাপনে ও নিজ সভ্যতায় সেই গুপ্ত তথা বাতিনি সত্যকে জানার সাধনা করে। সমাজ প্রচলিত মতাদর্শ তথা শাস্ত্রীয় ধর্মগুলো বাহ্য তথা জাহিরি সত্যের কারবারি। জাহিরি সত্যের অনুশীলনকারীদের বাউলরা শরীয়তি ওরফে বৈদিক ওরফে অনুমান-পন্থী বলে। আর এদের বিপরীত মতপথ ও সভ্যতার কারবারি বলে বাউল-ফকিরদের বেসরা ওরফে অবৈদিক ওরফে বর্তমান-পন্থী বলে। বর্তমান-সাধক বাউল মারফত তথা দেহের সাধক। বাউলের বর্তমান-পন্থা শাস্ত্রীয় মতাবলম্বী অনুমান পন্থীদের ঠিক উল্টো পথের পথিক—বিকল্প সভ্যতার কারবারি। বাউল-ফকিরের এই পালটা সভ্যতার স্বরূপ নির্দেশ করে প্রখ্যাত বাউল গবেষক শক্তিনাথ ঝাঁ তাঁর 'গুপ্ত দেহ সাধনা ও তার সমাজতত্ত্ব' প্রবন্ধে লিখেছেন—" প্রসঙ্গত এ সাধনাটি বিপরীত মার্গের সাধনা হিসেবে কেন উল্লিখিত হয় তা আলোচিত হওয়া দরকার। প্রাচীন বস্তুবাদী সাধকেরা 'বিপরীতের ঐকের তত্ত্ব' জানতেন। প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক মূল্যবোধের বিপরীত বিন্দুতে আর একটি সত্য থাকে। সাধকেরা সমাজ ও ধর্মের অনুশাসন ভেঙে সেটা জানতে চায়। পাশুপত সূত্রে ধর্মীয় সামাজিক বিধিনিষেধগুলি অমান্য করা ছিল সাধনায় আবশ্যক। বাউল সাধনায় সমাজ-ঘৃণিত চারচন্দ্র ভেদ অতীব শ্রদ্ধেয়। কোরানপুরাণ-নিষিদ্ধ রজঃ সাধনা এখানে বৈধ, মুখমেহন প্রশংসিত, সুখাদ্য মাংস বা মুসলমানের আবশ্যিক গোমাংস গ্রহণ এখানে নিষিদ্ধ। নারী পুরুষের দেহ মিলন-পদ্ধতি এখানে 'বিপরীতে' রূপান্তরিত হয়েছে। ঊর্ধ্বাঙ্গ

পরিণত হয়েছে নিম্নাঙ্গে, নারী পুরুষে, পুরুষ নারীতে পরিণত হয়েছে। যে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রচলিত ধর্মে ও সমাজে মূল্যবোধ, পরিবার সৃষ্টি করেছে, তাও এ সাধনায় অস্বীকৃত। স্ত্রী-পুত্রের উপরও সাধকের নিজস্ব অধিকার না থাকায়, নারী স্বাধীন হওয়ায়—প্রচলিত সমাজ ও ধর্ম এখানে সমূলে অস্বীকৃত হয়। সন্তানের মাধ্যমে যে সামাজিক উত্তরাধিকার বয়ে চলেছে সন্তানহীনতায় সাধক তাতে ছেদ ঘটায়। যোগ্য শিষ্য হয় তার উত্তরপুরুষ। জাত সম্প্রদায় কুলাদি চিহ্ন সমূহ ঘৃণা-লজ্জা-ভয় জলে বিসর্জন দিয়ে বাউল হতে হয়। সার্বিক ভাবেই এ সাধনা 'শাস্ত্রবিরোধী'।"

—শ্রী ঝাঁ-র মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আন্তঃপ্রকৃতি ও স্বাধর্ম্যে বাউল চর্যা পাল্টা পথ দর্শনের সভ্যতা। তার পাশাপাশি আমরা ভিন্ন আর একটি দিকে নজর ফেলতে চাই যার মাধ্যমে অতি সহজেই প্রমাণিত হবে যে বাউলের যাপিত জীবনানুধ্যান সত্যি-সত্যিই এক পালটা সভ্যতার ধারক। সেই দিকটি বাউল জীবন যাপনের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সাধারণ ভাবে আমরা দেখি শাস্ত্রোক্ত-ধর্মাদি যারা অনুসরণ করেন তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে স্বর্গ কিংবা বেহেস্ত অথবা খোদা অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্তি। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ধর্মের অনুসরণকারীরা ঈশ্বর-আল্লা-বেহেস্ত-দোজখকে তাদের পরম ও চরম প্রার্থিত ধন-সম্পদ ভাবে। বাউলের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখানে স্বতন্ত্র। তার লক্ষ্য দেহ। কারণ বাউল-আচারী মানুষরা মূলত দরিদ্র হওয়ায় তার ভিন্ন কোনও সম্পদ থাকে না। তার সম্বল কেবল তার নিজ হাতের সাড়ে-তিন-হাত মাপ-পরিমাণ দেহ। শরিয়তী-বৈদিক অনুমান-পন্থীদের জাগতিক নানান ধন-দৌলত-টাকা-পয়সা জমিজমা থাকায় সে-সবের ফ্যাসাদে আটকে থাকে। আটকে থাকে পাপ-পুণ্য-কামনা-বাসনাদির ফাঁদ-মহা-ফাঁদে। ফাঁদে পড়া অনুমান-পন্থীদের কাছে বড়ো সম্পদ হলো—খোদা বেহেস্ত তথা ভগবানও স্বর্গ। কিন্তু গরিব-বাউলের মূলধন শুধু দেহ হওয়ায় সে দেহটাকে বেহেস্তে পরিণত করে। দেহ তথা খোদকে খোদা ভাবে। অমন ভেবে দেহকে রতনে রূপান্তরিত করে। মানুষরতনে ভরা বাউল জীবনচর্যা তাই পাল্টা সভ্যতা।

পালটা এই সভ্যতায় বাউল কামনা-বাসনা-লোভ-ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসাদি রিপু আর ইন্দ্রিয়াসক্তিকে জয় করে নিজেকে জীব তথা সাধারণ প্রাণী থেকে মানুষে পরিণত করে। ক্রমিক লোভ-ঈর্ষা-কামাদি প্রবৃত্তি জয়ের অনুশীলনে বাউল মানুষ থেকে মানুষরতনে রূপান্তরিত হয়। মানুষরতনের অনুভবে এক সময় মনের মানুষ ধরা দেয়। মনের -মানুষের দ্বিবিধ পরত। প্রথমত, স্থূল দেহের ক্রমিক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম অবস্থার নাম হলো মনের মানুষ। দ্বিতীয়ত, নিজের দেহ মধ্যে অবস্থান করা সৎ-স্বচ্ছ-শুভ্র-সু-সুন্দর মানুষটিই জাগতিক ও দৈহিক স্থূলতায় মনের-মানুষ হিসেবে চিহ্নিত।

পাল্টা সভ্যতার কারবারি বাউলের অন্বিষ্ট এই দুই-ফেরতার মনের-মানুষ।

হ্যাঁ বাউলের সাধ্য খোদা নয় মানুষ। মানুষের দেহ। মানব দেহ। এই মানব দেহ পাওয়ার জন্য বাউল দেহ সাধনা করে। বাউলের দেহ-সাধনার যে উদ্দেশ্য-বিধেয়, যে পদ্ধতি-আচরণ, যে অন্বেষণ-ধ্যান, যে অনুভব ও সম্ভোগ তাই-ই তার দেহতত্ত্ব।

এখানে একটা জরুরি কথা বলে রাখা দরকার যে খোদ তথা নিজ দেহকে তন্নতন্ন করে জানা-বোঝা-চেনার সূত্রে যে দেহতত্ত্ব বা মানুষতত্ত্ব তা বাউল-সাধনার প্রায় সর্বস্ব হলেও এ-সাধনার সমগ্র নয়। বাউল কেবল নিজেকে একক সাধনায় বা যুগল-সাধনায় জেনে-বুঝেই ক্ষান্ত হয় না—সে নিজের সঙ্গে-সঙ্গে জগৎকেও জানে। যথার্থ বাউল-ফকিরের কাছে তাই ত্রিশ পারা ব্যক্ত তথা লিখিত কোরানই সব নয়, তার জানা-বোঝা-চেনার লক্ষ্য নব্বই পারা কোরান। বাউলের বিশ্বাস এইরকম : ৯০ পারা কোরান =৩০ পারা ব্যক্ত + ১০ পারা দেহ + ৫০ পারা দুনিয়া। বাউল মনে করে ১০ পারা দেহ-কোরান বা দেল-কোরানের মতো ৫০ পারা দুনিয়াদারির কোরানও গুপ্ত তথা বাতিনি। দেহকে জানার সঙ্গে-সঙ্গে তাই দুনিয়াদারির গুপ্ত কোরানের বাতিনিও বাউল-ফকিরকে ভাঙতে হয়। ফলে বাউলের সাধনা কোনও মতেই একতরফা ভাবে শুধু দেহতত্ত্বের ভেদ-ভাঙাভাঙি নয়—বাউল-দর্শন পূর্ণতা পায় দেহের গুপ্ত রহস্য জেনে দেহজয়ী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দুনিয়াদারিরও মায়া-মোহ-লোভ-কামনা বাসনাজয়ী নির্ভার মানব তথা মানুষরতন হওয়ার সূত্রে।

এই প্রেক্ষিতে বাউলের অনুসৃত, সদর্থে অন্বিষ্ট, দর্শন-তত্ত্বটিকে জেনে রাখা প্রয়োজন। বাউল-ফকির দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যানে যে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবনযাপনের সূত্র মেনে চলে সেটা স্থূলতা থেকে ক্রম-সূক্ষ্মতার পথে যাত্রার একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান-ওই-ভিন্ন-কিছু-নয়। বাউল-ফকির বিশ্বাস করে মানুষ সৃষ্টি চরম উৎসে আছে পরম সূক্ষ্ম অস্তিত্ব মনুরায় বা মনের মানুষ। সূক্ষ্মতম মনের মানুষ রূপ ক্রমিকতার সূত্র মেনে স্থূল হতে-হতে একটা সময় আমাদের এই স্থূল-মানবদেহরূপ ধারণ করে। সূক্ষ্ম মনুরায়ের স্থূল রূপ হলো মানবদেহ এবং সেই স্থূলতার চরম বহিঃপ্রকাশ হল আমাদের দুনিয়া তথা ব্রহ্মাণ্ড। মানুষ ও জীবনযাপন সম্পর্কিত সৃষ্টিতত্ত্বের এই বাউল-ব্যাকরণকে সূত্রায়িত করলে তা এমন দাঁড়ায় :

মানুষ ও জীবনপ্রবাহ

ক. সূক্ষ্ম মনুরায় রূপ থেকে স্থূল মানবদেহ-রূপ :

সূক্ষ্মতম রূপ থেকে স্থূল মানুষে রূপান্তরিত হবার ক্রমিক বিবর্তনটি এই রকম। বাউল-ফকির বিশ্বাস করে—প্রাণের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মতম অবস্থার নাম মনের-মানুষ বা আলেক সাঁই বা মনুরায়। মনুরায়ের স্থূল রূপ প্রেম, প্রেমের স্থূল রূপ রস, রসের স্থূল রূপ ভাব, ভাবের স্থূল রূপ মন, মনের স্থূল রূপ চিদ্‌শক্তি, চিদ্‌শক্তির স্থূলরূপ কলি, কলির স্থূল রূপ পুষ্প, পুষ্পের স্থূল রূপ আত্মা, আত্মার স্থূল রূপ প্রাণবীজ, প্রাণবীজের স্থূল রূপ রজঃ-বীজ বা ডিম্বাণু-শুক্রাণু, রজঃ-বীজের স্থূল রূপ মজ্জা, মজ্জার স্থূল রূপ অস্থি, অস্থির স্থূল রূপ মেদ, মেদের স্থূল

রূপ মাংস, মাংসের স্থূল রূপ রক্ত, রক্তের স্থূল রূপ চামড়া—আর একথা বলা বাহুল্য যে চামড়ার আবরণে মানবদেহ, স্থূল-মানবদেহ, পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।

খ. স্থূলতর-মানবদেহ থেকে স্থূলতর দুনিয়া তথা ব্রহ্মাণ্ড রূপ।

বাউল-সভ্যতা তার যে ব্যাকরণ সৃজন করে রেখেছে সেই ব্যাকরণ মনে করে স্থূলতর-মানবদেহ আরও স্থূল হতে-হতে দুনিয়া সৃজিত হয়েছে। কারণ স্থূলতর মানবদেহ নানা সূত্রে বড়ো ও বিবর্তিত হয়ে পৃথিবীর বৈচিত্র্যকে পূর্ণতা দিয়েছে। যেমন : প্রথমত, স্থূল মানবদেহের খাদ্যান্বেষণের ব্যাপ্তিতে জলস্থলের সমস্ত খাদ্যের উৎস পূর্ণতা পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্থূল মানবদেহের বাসস্থান ও পোশাকের যোগানের সূত্রে ব্রহ্মাণ্ডের সুপ্রচুর স্থান ও উপাদান ব্যাপ্ত ও ব্যবহারযোগ্য হয়েছে। তৃতীয়ত, স্থূল-মানবের জ্ঞান ও বিজ্ঞান বোধের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর-বাহির তথা পাতাল-আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃতিতে সে পৌঁছেছে। চতুর্থত, স্থূল মানবদেহ তার মায়া-মোহ-কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ- মাৎসর্যাদি রিপু ও ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য এবং অহং-কর্তৃত্ব-বিলাস-আরাম-প্রাপ্তির জন্য কিংবা জাগতিক সম্পদাদির উপর দখলজারির জন্য জগতে চালু থাকা সংসার-চক্র অথবা বিশ্ব-জীবনচক্রকে বড়ো করে চলেছে—উদাহরণের সংখ্যা না বাড়িয়ে বলা যায় আমাদের স্থূলদেহ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে বিচিত্র প্রকার সম্পর্ক ও সংঘর্ষের সূত্রে যুক্ত। এই সম্পর্ক-সংঘর্ষের সূত্রেই স্থূল মানবদেহ বিচিত্র ভাবে-রূপে-কর্মে-চিন্তনে আরও স্থূল দুনিয়ারূপে ব্যাপ্ত।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মনুরায় থেকে মানবদেহ হয়ে এই যে দুনিয়া—এটা একতম কোনও সূক্ষ্ম অস্তিত্বের ক্রমিক স্থূলতার পরিণতি। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়—সজীব ও স্থূলতম এক অস্তিত্ব থেকে সরে-সরে আসার ফলে স্থূল থেকে স্থূলতর দুনিয়াদারির মধ্যে মানবদেহ বদ্ধ হয়। বাউলের বিশ্বাস—স্থূলতম দুনিয়া ও স্থূলতর মানবদেহ ফাঁদ হিসেবে জীবনের সামনে পাতা থাকে। জীবন সেই ফাঁদ কেটে-কেটে মুক্ত হয়। বাউল-ফকির মনে করে স্থূলতম দুনিয়াদারির ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে স্থূলতর মানবদেহকে রতন করে সূক্ষতম মনুরায় বা সহজ-মানুষ বা মনের-মানুষের স্তরে পৌঁছাতে পারলেই মানবজীবন নির্ভার-মহানন্দের অধিকারী হয়। বাউল-ব্যাকরণ বলে—সূক্ষ্মতম সৎ-স্বচ্ছ-শুভ-সু-সুন্দর মনের মানুষ অনিঃশেষ আনন্দ ও পবিত্রতার আধার। ওই সৎ-স্বচ্ছ-শুভ-সু-সুন্দর মনের-মানুষের গায়ে জাগতিক কামনা-বাসনাদি প্রবৃত্তির ক্লেদ লেগে তা স্থূল মানবদেহে রূপ পায়। অতঃপর ওই স্থূলতর মানবদেহের প্রয়োজনে তার গায়ে জাগতিক দৈনন্দিনতার পাপ লেগে তা স্থূলতম দুনিয়াদারিতে ব্যাপ্ত হয় ও আটকে যায়। বাউল-ফকির বিশ্বাস করে—দুনিয়াদারির পাপ ও ভার থেকে মুক্ত করে আমাদের স্থূলতম অস্তিত্বকে স্থূলতর মানবদেহে স্থিতু করাতে হয়। ফের দৈহিক প্রবৃত্তি সর্বস্বতাকে জয় করে আমাদের স্থূলতর-মানবদেহকে সূক্ষ্মতম সহজ-মানুষে তথা মনের মানুষের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বাউলতত্ত্ব তাই উজান- স্রোতের সাধনা। কেননা সৃজনতত্ত্বে যে সূক্ষ্মতম অস্তিত্ব থেকে স্থূলতম অবস্থা-প্রাপ্তির কথা বাউল-ব্যাকরণ বলে বাউল নিজেকে মানে নিজ-দেহকে রতন করার উদ্দেশ্যে সে তত্ত্বের উজানে গিয়ে দেহ

সাধনায় মগ্ন হয়। সেই উজান-সাধনার দুটি পরত। যেমন :

ক. স্থূলতম দুনিয়াদারির ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে খোদ তথা দেহের স্থূলতর-মানবদশা প্রাপ্তির রূপ। এ-পরতে বাউল ধন-সম্পদাদির দখলদারির অহং কর্তৃত্ব-খ্যাতি-যশ-প্রতিপত্তি ইত্যাদির স্থূলতম সব ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে নির্লোভী-নির্মোহ অবস্থায় পৌছাতে চায়।

খ. স্থূলতর মানবদেহ রূপ থেকে সূক্ষ্মতম মনের-মানুষ রূপ। সাধনার এ-পরতে বাউল ব্যক্তিক কামনা-বাসনা-মায়া-মোহাদি প্রবৃত্তিময়তার ক্লেদ সরিয়ে গূঢ়-গুহ্য দেহ সাধনার মাধ্যমে খোদ তথা নিজ দেহকে সৎ-স্বচ্ছ-শুভ-সুন্দর ও পবিত্র এক সূক্ষ্মতম অবস্থায় উন্নীত করে মানবরতনে পরিণত হয়।

বাউলের দেহসাধনা এই দুই পরতের সম্মিলিত সাধমার যোগফল। তার দেহতত্ত্ব কেবল দ্বিতীয় স্তরটির গূঢ়-গুহ্য তত্ত্ব ও তত্ত্বসম্মত আচাব- পালন নয়। এই দুই পরতের দেহ-সাধমার ধারাবাহিক সাধন-আচরণই বাউল-ফকিরের পূর্ণাঙ্গ দেহতত্ত্ব। ক্রমান্বয়ে দেহতত্ত্ব-সংক্রান্ত এই দুই পরতের স্বরূপ-মহারূপ কীভাবে বাউল-চর্যায় ও বাউলগানে প্রতিফলিত সে-আলোচনা এবার করা যেতে পারে।

বাউল তার দেহতত্ত্ব-সংক্রান্ত ব্যাকরণের প্রথম স্তরে ৫০-পারা দুনিয়াদারির ভেদ ভাঙে। কারণ সাধারণ জীব মনের মানুষের স্থূলতম রূপ এই দুনিয়াদারির অহং-কর্তৃত্ব-আধিপত্য-যশখ্যাতি-দখলদারির পাপে পাপে ভারবাহী হয়ে পড়ে। দুনিয়াদারির ৫০-পারা গুপ্ত কোরানের ভেদ ভেঙে দেহ-সাধক ভারবাহী পাপ-বিস্তারে আটকে থাকা অস্তিত্বকে নির্ভার দেহে রূপান্তরিত করে। দেহ-সাধনার এ-পর্যায়কে বলা হয় স্থূল-পর্যায়।—দেহতত্ত্বের এস্তরকে বুঝে নেবার আগে উল্লেখ্য যে, দেহ-সাধনায় সাধক চারটি পর্যায় অতিক্রম করে। যথা:

দেহ সাধনা= ১. স্থূল-পর্যায়। এ-পর্বে সাধক দুনিয়াদারির ভেদ ভাঙে।
২। প্রবর্ত-পর্যায়। এ-পর্বে সাধক নাম তথা রজঃবীজের স্বরূপ চেনে।
৩। সাধক-পর্যায়। এ-পর্বে সাধক গূঢ়-গুহ্য দেহসত্য জেনে কামজয়ী হতে শেখে।
৪। সিদ্ধ-পর্যায়। এ-পর্বে সাধক নির্ভার জীবনের অধিকারী হয়ে মনের-মানুষকে অনুভব করে।

বাউল-সাধনার চতুর্বিধ পর্যায়-বিভাগ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে স্থূল-পর্যায় হলো বাউলের দেহ-সাধনার প্রথম পাঠ। এই পাঠের ভেদ ভেঙে বাউল জেনে যায় মানুষ বাদে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র রয়েছে শয়তানের দাগা। কারণ ঈশ্বর তথা আল্লাহ প্রথম-মানুষ আদমকে সৃজন করে সমস্ত ফেরেশতাকে তার পায়ে সেজদা দিতে বলেছিল। আল্লাহের নির্দেশে ইবলিস বাদে অন্য সব ফেরেশতা আদমকে সেজদা দেয়। কেবল ইবলিস আদম ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের সব স্থানে সেজদা দেয়। আল্লাহের নির্দেশ অমান্যকারী ইবলিস তারপর থেকে শয়তান নামে চিহ্নিত হয়। ফকির-বাউল এই প্রেক্ষিতে বিশ্বাস করে—কেবল আদমরূপী রতন-মানুষ ভিন্ন জগতের সর্বত্র শয়তানের সেজদা প্রাপ্ত দাগা-খাওয়া পাপ-